আলমডাঙ্গায় পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করার দায়ে এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাকিল মোহাম্মদ শফিউল্লাহ’র নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করার অভিযোগে আলমডাঙ্গা শহরে অভিযান চালানো হয়। এ সময় আনন্দধাম সড়কে অবস্থিত আব্দার বিশ্বাসের আড়তে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০’ অনুযায়ী ওই ব্যবসায়ীকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানকালে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পাট পরিদর্শক মো. আসাদুজ্জামান, উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. কামরুল হাসানসহ পুলিশের একটি টিম।

এ সময় শহরের আরও কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয় এবং পাটের বস্তা ব্যবহার না করলে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সতর্ক করা হয়।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে জ্বালানি তেলের দীর্ঘ লাইন: তদারকিতেও ভোগান্তি চরমে

আলমডাঙ্গা উপজেলায় জ্বালানি তেলের সংকট ঘিরে ভোগান্তি চরম আকার ধারণ করেছে। উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ পশুহাট এলাকায়

অবস্থিত এনামুল হক ফিলিং স্টেশনে আজ ভোর থেকেই তেল নিতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের।

সরেজমিনে দেখা যায়, ভোর ৫টার আগেই মোটরসাইকেল, ট্রাক্টরসহ বিভিন্ন যানবাহনের সারি কয়েকশ মিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য ওঠার আগেই শুরু হওয়া এই অপেক্ষা অনেকের জন্য কয়েক ঘণ্টায় গড়িয়েছে। তেল পাওয়ার অনিশ্চয়তা থাকলেও প্রশাসনের উপস্থিতিতে কিছুটা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিরা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্থানীয় প্রশাসন পাম্প এলাকায় সরাসরি তদারকি করছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে তেল বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশৃঙ্খলা এড়াতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। ফুয়েল কার্ড বা বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে তেল দেওয়া হচ্ছে না।

এ ছাড়া শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দুটি পৃথক লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাকরিজীবী ও জরুরি সেবায় নিয়োজিতদের জন্য রাখা হয়েছে আলাদা লাইন, যাতে তারা দ্রুত তেল নিয়ে কাজে ফিরতে পারেন। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ, কৃষিজীবী ও পরিবহন চালকদের জন্য রাখা হয়েছে পৃথক দীর্ঘ লাইন।

তবে তেল সরবরাহ সীমিত হওয়ায় গ্রাহকভেদে তেলের পরিমাণে ভিন্নতা দেখা গেছে। কেউ ৫০০ টাকার, কেউ ৮০০ বা ১ হাজার টাকার তেল পাচ্ছেন। বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় কিছু গ্রাহককে বেশি তেল দেওয়ার ঘটনাও দেখা গেছে। এ নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও প্রশাসনের উপস্থিতিতে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি।

দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসার বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ফুয়েল কার্ড যাচাই করে তেল দেওয়া হচ্ছে। সীমিত মজুতের মধ্যে সবার মধ্যে সমন্বয় রেখে তেল বণ্টনের চেষ্টা চলছে, যাতে কেউ একেবারে বঞ্চিত না হন।

বর্তমানে প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে পাম্পটির তেল বিক্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমেনি। স্থানীয়দের আশা, দ্রুত সরবরাহ স্বাভাবিক হলে এ সংকট কাটবে।

আলমডাঙ্গায় স্বপ্ন সুপারশপে মেয়াদোত্তীর্ণ বোতলজাত পানি বিক্রির অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় স্বপ্ন সুপারশপে মেয়াদোত্তীর্ণ বোতলজাত পানি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর স্থানীয় ক্রেতাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ভুক্তভোগী রাজা আহম্মেদ, পেশায় মোবাইল ব্যবসায়ী, জানান গত শনিবার রাত ৮টার দিকে তিনি আলমডাঙ্গা পৌরশহরের স্বপ্ন সুপারশপ থেকে বোতলজাত পানি কেনেন। পরে বোতলের গায়ে থাকা লেবেল পরীক্ষা করে দেখেন, পানিটির মেয়াদ প্রায় এক মাস আগেই শেষ হয়ে গেছে।

এতে সন্দেহ হলে তিনি পুনরায় দোকানে গিয়ে আরও কয়েকটি বোতল যাচাই করেন। তার দাবি, সেগুলোর মধ্যেও এক থেকে দুই মাস আগে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।

ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যে এমন অনিয়ম জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তারা দ্রুত বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

অভিযোগের বিষয়ে সুপারশপটির অপারেশন ম্যানেজার মাহবুব রহমান বলেন, “সম্ভবত ভুলবশত মেয়াদোত্তীর্ণ কিছু পানি বিক্রির জন্য শপে রয়ে গেছে। আগে একজন কর্মী এসব পণ্যের দেখভাল করতেন, তিনি সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আমরা অভ্যন্তরীণভাবে তদন্ত করছি।”

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পান্না আক্তার বলেন, “মেয়াদোত্তীর্ণ পানি বিক্রির বিষয়টি এখনো আমার নজরে আসেনি। তবে ভুক্তভোগী লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ওয়েল্ডিং মিস্ত্রির মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মোস্তাফিজুর রহমান নামের এক ওয়েল্ডিং মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকেলে উপজেলার চান্দামারী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবপুর গ্রামের হাবিল আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বিকেল ৫টার দিকে চান্দামারী গ্রামের একটি দুইতলা ভবনের ছাদে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। এ সময় ব্যবহৃত লোহার রড পাশ দিয়ে যাওয়া উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে স্পর্শ করলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর দগ্ধ হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মোস্তাফিজুর রহমান পেশায় একজন শ্রমিক ছিলেন এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বলে জানা গেছে। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বনি ইসরাইল বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হবে এবং এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যুর মামলার প্রস্তুতি চলছে।

দামুড়হুদায় পাওনা টাকা ফেরত চাওয়ায় পরিবারে হামলা, থানায় অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ায় পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে এক পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে শিপলু আলীর কাছ থেকে প্রায় দুই মাস আগে পারিবারিক সমস্যার কথা বলে ২৩ হাজার টাকা ধার নেয় প্রতিবেশী শিহাব (২২)। পরে শিপলু আলী টাকা ফেরত চাইলে শিহাব নানা টালবাহানা করতে থাকে।

শিপলু আলী জানান, পাওনা টাকার জেরে গত ৩ এপ্রিল রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে অভিযুক্ত শিহাব, মৃত আজিবার মণ্ডলের ছেলে আকরাম
(৫৫) ও কামাল (৫০) এবং জিগার মণ্ডলের ছেলে জিয়া (৪০) পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার বাড়ির সামনে আসে। জিয়া তাকে ডাকলে তিনি বাইরে বের হলে অভিযুক্তরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ধারালো দা দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথায় কোপ দিতে চেষ্টা করে। তিনি হাত দিয়ে প্রতিহত করলে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে দা পড়ে যায়।

এ সময় তার মা, বাবা ও স্ত্রী বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়। এতে তার মায়ের হাত ভেঙে যায়, পায়ে কোপ লাগে এবং স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করা হয়। হামলাকারীরা পাওনা টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

শিপলুর বাবা ইউনুস আলী জানান, তারা বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এ ঘটনায় শিপলু আলী বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

দর্শনায় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন ও ছাগল বিতরণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার বাস্তবায়নে দর্শনা পৌরসভা ও ইউনিয়নে ৩৬টি মা ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মো. ফজলুল রহমান। এ সময় তিনি রামনগর, কালিদাসপুর, ঘুঘুডাঙ্গা, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর, হাউলি ইউনিয়নের রুদ্রনগর এবং কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং আলিহিম নামে এক উপকারভোগীকে বিনামূল্যে ২টি মা ছাগল বিতরণ করেন।

মা ছাগল পেয়ে আলিহিমের পরিবার আনন্দিত। তিনি জানান, ভবিষ্যতে ১০-১২টি ছাগল নিয়ে একটি খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে তার পরিবার স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারে।

মোট ৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ৪টি গ্রামের নির্বাচিত ১৮ জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৩৬টি মা ছাগল বিতরণ করা হয়। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মনিরুজ্জামান মান্নান, সমন্বয়কারী মো. মকবুল হোসেন, সুপারভাইজার জিল্লুর রহমান, ফিল্ড অফিসার বিল্লাল হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দামুড়হুদায় বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা সোনালী ব্যাংকের নিচে মোসলেম মার্কেটে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাজার বণিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ। দামুড়হুদা বাজার বণিক সমিতির আয়োজনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুস আলী, সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান নয়ন, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমিতির প্রচার সম্পাদক শহিদুল ইসলাম।

সভায় প্রধান অতিথি রফিকুল হাসান তনু ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাজারে দুটি টিউবওয়েল স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও সভায় বাসস্ট্যান্ড বণিক সমিতির সঙ্গে একীভূত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং দামুড়হুদা ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে একটি কৃষি হাট বসানোর বিষয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক লাভলু, সদস্য ফারুক হোসেন, আমির হোসেন, বল্টু রহমান, আব্দুর রহমানসহ অন্যান্য সদস্য। প্রায় সাড়ে ৪০০ ব্যবসায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বাজারের উন্নয়ন, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

দর্শনা সরকারি কলেজের প্রয়াত শিক্ষকবৃন্দের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া

দর্শনা সরকারি কলেজের প্রয়াত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টায় দর্শনা সরকারি কলেজের মুক্তমঞ্চে প্রয়াত শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল হামিদ, উপাধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন, প্রফেসর আব্দুল গফুর, প্রফেসর নুর আলী ও প্রফেসর জমশেদ আলীসহ সকল শিক্ষকের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ দোয়া ও স্মরণসভায় প্রয়াত শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল হামিদের বড় ছেলে হারুন অর রশিদ জুয়েল, উপাধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেনের বড় ছেলে বাবন এবং প্রফেসর নুর আলীর বড় ছেলে নাজমুল হুদা তাদের প্রয়াত পিতার স্মৃতিচারণ করেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান, প্রাক্তন ছাত্র ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বুলেট, দক্ষিণচাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী এবং সাবেক পৌর ছাত্রদলের সভাপতি ইকবাল হোসেন।

প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জেল হোসেন মোফা ও সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহম্মেদ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ।

আলমডাঙ্গায় ‘নো কার্ড, নো ফুয়েল’ কার্যক্রমেও মিলছে না তেল

আলমডাঙ্গায় জ্বালানি তেলের সংকট নিয়ন্ত্রণে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে ‘নো কার্ড, নো ফুয়েল’ কার্যক্রম। তবে তেল পাম্পে জ্বালানি নিতে ভিড় করলেও অনেক গ্রাহক কার্ড প্রদর্শন করছেন না। এমনকি তেল পাম্প কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ সদস্যদেরও কার্ড যাচাই করতে দেখা যায়নি।

উপজেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গতকাল শুক্রবার থেকে ফুয়েল কার্ড ছাড়া কোনো যানবাহনে পেট্রোল বা অকটেন সরবরাহ না করার নির্দেশনা রয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার থেকে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। সব যানবাহনের চালক বা মালিককে নির্ধারিত ফুয়েল কার্ড প্রদর্শন করেই তেল নিতে হবে। এ নিয়ম না মানলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতিটি পাম্পে ট্যাগ অফিসার থাকার কথা থাকলেও কোনো পাম্পেই তাদের উপস্থিতি দেখা যায়নি। নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করেই চলছে জ্বালানি তেল সরবরাহ।

সরেজমিনে বিভিন্ন পাম্প ঘুরে দেখা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার তিনটি তেল পাম্পের মধ্যে গত শুক্রবার মেসার্স হক তেল পাম্পে ফুয়েল কার্ড ছাড়াই তেল সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও পাম্পে ছিল দীর্ঘ লাইন। কেউ কেউ রাত তিনটা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে তেল সংগ্রহ করছেন। অন্যদিকে, জেলার কৃষকরাও ডিজেল সংগ্রহ করতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন। প্রতিদিন তাদের কাজের প্রয়োজনে মোটরসাইকেল ব্যবহার করতে হয়।

তেল নিতে আসা মোটরসাইকেল চালক আশিকুর রহমান আশিক বলেন, “শুক্রবার ভোরে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছি। প্রায় দুই ঘণ্টা পর ৫০০ টাকার পেট্রোল পেয়েছি। কিন্তু পাম্পে কোথাও ফুয়েল কার্ডের ব্যবহার দেখলাম না। প্রায় সবাই কার্ড ছাড়াই তেল নিচ্ছে।” তিনি আরও বলেন, পুলিশ বা ট্যাগ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়নি। উপজেলা প্রশাসনের মনিটরিংও চোখে পড়েনি।

আরেক গাড়িচালক আবু জাফর বলেন, “লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও তেল পেতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। প্রশাসনের লোকজন বা পাম্পের পরিচিতরা লাইনের বাইরে থেকে তেল নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যারা লাইনে আছি, তারা বঞ্চিত হচ্ছি। কষ্ট করে ফুয়েল কার্ড করলাম, কিন্তু এর ব্যবহার দেখলাম না।”

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় প্রায় ৬ হাজারের বেশি ফুয়েল কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিটি তেল পাম্পে একজন করে ট্যাগ অফিসার নিয়োজিত থাকার কথা রয়েছে। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ প্রশাসন দায়িত্ব পালন করছে। জরুরি সেবার জন্য ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, উপজেলা প্রশাসন ও সাংবাদিকদের জন্য আলাদা সুবিধাও রাখা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার বলেন, “প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উপজেলার তিনটি পেট্রোল পাম্পে কার্ডধারীদের তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে কৃষিকাজের স্বার্থে ডিজেল সরবরাহে কিছুটা শিথিলতা রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তেলের অপচয় ও অবৈধ বিক্রি বন্ধ হবে এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরবে। নিয়ম অমান্য করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ফুয়েল কার্ডে গ্রাহক আগে কত তারিখে ও কী পরিমাণ তেল নিয়েছেন তা উল্লেখ থাকে, যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। কার্ড পেতে আবেদনকারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন কপি ও ছবি জমা দিতে হয়েছে। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকের ছোবলে যুবসমাজ ক্ষতবিক্ষত

আলমডাঙ্গা উপজেলার স্থানীয় যুবসমাজ আজ এক নীরব বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত। আমাদেরই চেনা-জানা তরুণ প্রজন্মের প্রাণবন্ত, সুঠামদেহী, স্বপ্নবাজ যুবকদের অনেককেই আজ দেখা যাচ্ছে নেশার করাল গ্রাসে শীর্ণ, ক্লান্ত এবং দিশেহারা অবস্থায়। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে এই দৃশ্যমান পরিবর্তন শুধু উদ্বেগজনকই নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য এক গভীর অশনিসংকেত।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ এলাকা যা হওয়া উচিত প্রশাসনিক কার্যক্রমের একটি নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল কেন্দ্র ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ীদের জন্য এক প্রকার অভয়ারণ্যে। দিনের আলো কিংবা রাতের অন্ধকার দুই সময়েই এখানে সন্দেহজনক আনাগোনা চোখে পড়ে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি ও হতাশার জন্ম দিচ্ছে।

অভিযোগ রয়েছে, কিছু অসাধু চক্র অত্যন্ত কৌশলে এই এলাকায় মাদক সরবরাহ ও সেবনের পরিবেশ তৈরি করছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তরুণ সমাজ, যারা অজ্ঞতা, কৌতূহল বা হতাশা থেকে জড়িয়ে পড়ছে এই ভয়াল ফাঁদে। পরিবারগুলো হারাচ্ছে তাদের সম্ভাবনাময় সন্তানদের, আর সমাজ হারাচ্ছে তার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বাজার, রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা, পশুহাট এলাকা এবং বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় সন্ধ্যার পর থেকেই মাদকসেবীদের প্রকাশ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যেই ইয়াবা সেবন ও বেচাকেনা চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, অতীতে আলমডাঙ্গায় শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে এবং অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, অভিযানের পরও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না এই মাদক বাণিজ্য।

যতদূর জানা গেছে, উপজেলায় একজন দক্ষ, চৌকস ও মানবিক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে ইতোমধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা

গেছে। কিন্তু মাদকের এই বিস্তার রোধে তাঁর সমন্বিত ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি হয়ে উঠেছে।

এক্ষেত্রে করণীয় হিসেবে কিছু পদক্ষেপ জরুরি। মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ ও নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা নিশ্চিতকরণ, মাদকবিরোধী সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি যুবকদের জন্য ইতিবাচক বিকল্প কার্যক্রম (খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা) বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। প্রশাসনের প্রতি আস্থা রেখে আলমডাঙ্গাবাসী আশা করে সময়োপযোগী, কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপের মাধ্যমে খুব শিগগিরই এই মাদকের অন্ধকার ছায়া দূর হবে।

কারণ, একটি সুস্থ প্রজন্মই পারে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে।